যায়যায়দিন

তারিখ ... 9 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭

ছাত্রলীগের ঘাড়ে বন্দুক রেখে সন্ত্রাস চাঁদাবাজি

দেব দুলাল মিত্র

ছাত্রলীগের নাম ভাঙিয়ে টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজিতে লিপ্ত হয়েছে আন্ডারওয়ার্ল্ডের সন্ত্রাসীরা। ছাত্রলীগের নাম ব্যবহার করে তারা বড় বড় টেন্ডারে অংশ নিচ্ছে। বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাছে দাবি করছে মোটা অঙ্কের চাঁদা। শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইনের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর ক্যাডাররা নেপথ্য থেকে এসব তৎপরতা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সন্ত্রাসীদের এ অপতৎপরতার সঙ্গে অবশ্য জড়িত রয়েছে ছাত্রলীগের বিপথগামী বেশকিছু নেতা ও কর্মী। এসব ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর নাম জানতে পেরেছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণের কিছুদিন পরই দেশের বিভিন্ন নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের দখল, সংঘর্ষের ঘটনা শুরু হয়। এর কারণ উদঘাটন করতে গিয়ে গোয়েন্দারা জানতে পারেন, ছাত্রলীগের বেশকিছু নেতাকর্মীর সঙ্গে আন্ডারওয়ার্ল্ডের

সন্ত্রাসীদের একটি গ্রুপের যোগাযোগ হয়েছে। সন্ত্রাসীরা নেপথ্য থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে নিজেদের পক্ষে টেনে নিয়েছে। এখন তাদের সামনে রেখে মূলত সন্ত্রাসীদের ক্যাডাররাই টেন্ডারবাজিতে লিপ্ত হয়েছে।

সূত্র জানায়, ১৮ এপ্রিল গোয়েন্দা সংস্থার হাতে শীর্ষ সন্ত্রাসী ও মিরপুর থানা ছাত্রলীগ নেতা শাহদাতের ঘনিষ্ঠ সহচর আরিফ গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদে বেরিয়ে আসে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য। পাঁচ কোটি টাকা চাঁদার দাবিতে আরিফের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা বনানীর দাহমাছি ট্রাভেলসে হামলা চালায়। এ সময় গোয়েন্দারা জানতে পারেন, ভারতে অবস্থানরত দেশের শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইনের নেতৃত্বে শাহদাত, ডাকাত শহীদ, নবীসহ পালিয়ে থাকা সন্ত্রাস : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

সন্ত্রাস : ছাত্রলীগের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সন্ত্রাসীরা একত্রিত হয়ে একটি বৈঠক করে। ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, সরাসরি ছাত্রলীগের কিছু বিপথগামী নেতাকর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করে মোটা অঙ্কের অর্থের প্রলোভন দেখায়। অর্থের ফাঁদে পড়ে ওইসব ছাত্রলীগ নেতাই তাদের কিছু অনুগত কর্মী নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কমান্ডের বাইরে চলে গেছে।

একটি সূত্রে জানা গেছে, শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইন, ডাকাত শহীদ, শাহদাত ও নবীসহ সন্ত্রাসীদের এ গ্রুপটি নিজেদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ছাত্রলীগের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সহজে ফায়দা লুটতে নতুন নতুন কৌশলে এগোচ্ছে। টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি ও দখলবাজির অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে ছাত্রনেতাদের এরই মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, আরা সবাই শীর্ষ সন্ত্রাসীদের টোপে পড়ে বিপথগামী হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর বিপুল অঙ্কের টাকার উন্নয়ন কাজ হয়। টেন্ডারের মাধ্যমে এ কাজ বণ্টন করা হয়। ছাত্রনেতারা এখান থেকে পায় মোটা অঙ্কের কমিশন। কিন্তু আধিপত্য না থাকলে এসব কাজ পাওয়া যায় না। এ কারণে আধিপত্য বিস্তারের জের ধরে সেখানে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এসব কাজে পেছন থেকে সন্ত্রাসীরা সরবরাহ করছে অর্থ ও অস্ত্র।

একাধিক গোয়েন্দা কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আন্ডারওয়ার্ল্ডের সন্ত্রাসীরা কিছুটা তৎপর হওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তৎপর রয়েছে। ছাত্রলীগ বা আন্ডারওয়ার্ল্ডের সন্ত্রাসী যে-ই হোক না কেন, কাউকে ছাড় দেয়া হবে না। এরই মধ্যে কয়েকজন প্রথম সারির ছাত্রনেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ছাত্রলীগের আরো কয়েক নেতার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়া হচ্ছে। চলছে গোয়েন্দা নজরদারি।